কথা শ্রবণ করাইয়াছেন। যাহাদের শ্রীহরিগতপ্রাণ, সেই মহাপুরুষদিগের ত্রিতাপদগ্ধ অজ্ঞ দেহাভিমানী জীবের প্রতি, এতাদৃশ অনুগ্রহ কিছু অদ্ভুত মনে করি না। হে প্রভো! আপনার শ্রীমুখচন্দ্রবিনিঃসৃত এই পুরাণ-সংহিতারূপ অমৃত আমরা পান করিলাম, যাহাতে উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবান্ অনুক্রমে বর্ণিত হইয়াছেন। অর্থাৎ অন্বয় ব্যতিরেকে এবং গৌণ ও মুখ্যবৃত্তিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীমদ্ভাগবতে লক্ষ্য ও বাচ্যরূপে বর্ণিত হইয়াছেন।" এইপ্রকারে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের জ্ঞানোপদেশ শ্রবণের পরেও শ্রীহরিভক্তির অনুষ্ঠানেই চিত্তের একতানতা দেখান হইয়াছে। পুনর্ব্বার একটি শ্লোকে শ্রীগুরুবাক্যের গৌরব রক্ষার জন্য ব্রহ্মজ্ঞানটিকে তক্ষকদংশন হইতে ভয়নিবৃত্তির হেতুরূপে অঙ্গীকার করিয়াও অন্য দুইটি শ্লোকে (১২।৬।৫—৬) ব্রহ্মজ্ঞানেরও উপরিস্থিত অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণেই বাক্যে ও চিত্তে তাঁহার নামকীর্ত্তনে ও ধ্যানে আবেশপ্রাপ্তির অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। "হে ভগবন্! আমি তক্ষকাদি মৃত্যুগণ হইতে কিছুমাত্র ভীত হইতেছি না। যেহেতু তোমাকর্ত্তৃক প্রদর্শিত অভয় ব্রহ্ম-নির্ব্বাণে প্রবিষ্ট হইয়াছি।" এই শ্লোকটীতে শ্রীগুরুবাক্যানুরোধে ব্রহ্মজ্ঞানের অঙ্গীকারটি সূচিত হইয়াছে। তৎপর শ্লোকে ব্রহ্মজ্ঞান হইতেও অধিক আস্বাদনযুক্ত অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে বাক্য ও চিত্তের গাঢ় আবেশ প্রার্থনা যথা—"হে বেদজ্ঞশিরোমণে! আপনি আমার প্রতি এই কৃপা করুন, যেন আমি অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে বাগিন্দ্রিয় সমর্পণ করি অর্থাৎ মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কীর্ত্তন করি এবং সর্ব্বভোগ-বাসনাশূন্য চিত্তটি তাহার চরণে আবিষ্ট রাখিয়া প্রাণত্যাগ করি।"

ইহার পর পুনরায় অন্য একটি শ্লোক দ্বারা অজ্ঞাননিবর্ত্তক পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞানের সিদ্ধিটি ও শ্রীভগবৎপদারবিন্দ-সাক্ষাৎকাররূপ আনন্দের অন্তর্ভূতরূপেই মহারাজের স্ফূর্ত্তি হইয়াছে, এইরূপে বিজ্ঞাপন করিয়াছেন। যথা—১২।৬।৭ শ্লোকে—"হে প্রভো! যদি বলেন প্রাণত্যাগের জন্য কিছু জ্ঞাননিষ্ঠ হও, তাহার উত্তরে আমি বলিতেছি যে—আপনার কৃপার প্রভাবে জ্ঞান ও বিজ্ঞান-নিষ্ঠাহেতু আমার অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, এমন কি সেই অজ্ঞানের সংস্কার পর্য্যন্ত আমার নষ্ট হইয়াছে। এ সমুদয়ই আপনার কৃপার বৈভব বলিয়া মনে করিতেছি। যেহেতু আপনি ভগবানের পরম অভয়-শ্রীচরণারবিন্দ দর্শন করাইয়াছেন। এস্থানে শ্লোকটিতে উল্লিখিত "পদ" শব্দের চরণারবিন্দ অর্থটি সুসঙ্গত। যেহেতু প্রথমস্কন্ধে ১৮।১৬ শ্লোকে শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণের উক্তিতে স্পষ্টই প্রকাশ পাইয়াছে যে—